মুসলিম নারীর পরকাল-২

হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র! আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কৌশলী। (আল-বাকারাহঃ৩২)

যাবতীয় প্রশংসার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। যিনি সকল কিছুর উপর একক ক্ষমতাবান। যিনি সার্বভৌমত্বের মালিক। যিনি একমাত্র বিধানদাতা।

সলাত ও সালাম বর্ষিত থোক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও তার সহধর্মিণী এবং তাঁর সহচরবৃন্দের উপর।

শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও হাতে কলম ধরেছি শুধু আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্য। হে বোন! আমার কথায় যদি আপনারা বিরক্ত হন বা কোনো প্রকার কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে বোন হিসেবে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।

হে বোন!

আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটি বিধান, এমন একটি সুন্নাহ্ তুলে ধরতে চাই যার আদেশ স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন আর সে আদেশ বাস্তবায়ন করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমাদের আদর্শ পুরুষ আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন রাসূলুল্লাহ (সা)। মহান আল্লাহ বলেন, "নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভাল লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু তোমাদের যদি এ ভয় হয় যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্য) একজনই (যথেষ্ট)। (সূরা, নিসাঃ৩)

হে বোন!

আজ আমরা এমন স্বার্থলোভী হয়েছি যে, পুরুষদেরকে দেওয়া মহান রবের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেও আমরা কোনরোপ কুণ্ঠাবোধ করিনা। আল্লাহর রাসূল (সা) এর জীবনে বাস্তবায়িত সুন্নাহকে আজ আমরা ভালো দৃষ্টিতে দেখার মত মন- মানসিকতা রাখিনা। আপনার আমার স্বামীকে অধিক বিয়ের অধিকার দিয়েছে মহান আল্লাহ্, অধিক বিবাহর সুন্নাহ

রয়েছে আমাদের প্রিয় নবী (সা) এর জীবনীতে। মহান আল্লাহ তো আমাদের বলে দিয়েছেন, “মুহাম্মদ (সা) এর জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ”

হে বোন!

আমরা ইসলামের প্রতিটা হুকুম মহান আল্লাহর দেওয়া প্রতিটা বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করেছি বলেই তো আমরা মুসলিম। আর ইসলাম হচ্ছে সকল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর আপনি যদি সে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্ম- সমর্পনকারী একজন সম্মানিত মুসলিম বোন হয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার নিজ চাওয়া পাওয়া নিজের ইচ্ছেকে মহান রবের বিধানের উপর প্রাধান্য দিতে পারেন? কিভাবে রাসূল (সা) এর জীবনে বাস্তবায়িত সুন্নাহকে অপছন্দ করতে পারেন বোন? মহান রবের দেওয়া বিধান ও রাসূল (সা) এর সুন্নাহকে যারা অপছন্দ করে তারা আর যাই হোক কোনো মুসলিম বা মুমিন হতে পারে না বোন!

হে বোন!

আপনার স্বামী যদি অধিক বিবাহে আগ্রহী হয়ে থাকে, তার যদি একের অধিক স্ত্রীর প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আপনি বাধার কারন হতে পারেন না বোন। আপনার স্বামী যদি অধিক বিবাহের যে শর্ত মহান আল্লাহ বেধে দিয়েছেন সে ‘ইনসাফ’ ঠিক রাখতে সক্ষম হন তাহলে আপনার স্বামীর এ কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার আপনি রাখেন না বোন। কারন, অধিকারটা দিয়েছে মহান আল্লাহ্! তাই এ কাজে স্বামীকে বাধা দেওয়ার আগে একটি বার চিন্তা করবেন আপনি কার হুকুমের বিরোধীতা করছেন! কার ফয়সালার ব্যাপারে আপনি নাক গলাচ্ছেন। এ্তো বড় অপরাধ করার আগে মহা প্রতাপশালী আল্লাহকে ভয় করুন বোন। তুচ্ছ এ দুনিয়ার স্বার্থের চুরাবালিতে নিজেকে হাড়িয়ে যেতে দিবেন না বোন। আপনার স্বামী যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিবে সে তো আপনারই একজন দ্বীনি বোন। আপনি কার বিষয়ে এত কঠোরতা দেখাচ্ছেন? আপনার বোনের ব্যাপারে! অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সা) তো আমাদের কোমলতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন, মানবতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা) কি আমাদের আদর্শ নন বোন? আল্লাহর রাসূল (সা) যিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেই মহান আদর্শ পুরুষ আল্লাহর রাসূল (সা) এর তো অধিক স্ত্রী ছিল। তাহলে আপনি কার সুন্নাহ্ নিয়ে এত উদ্ধত আচরন করছেন। আর আপনার স্বামী সেই সুন্নাহ জীবনে বাস্তবায়ন করেছে বা করতে চাচ্ছে বলে আপনি আপনার স্বামীর সাথে খারাপ আচরন করছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? স্বামীর অবাধ্য হয়ে, স্বামীকে কষ্ট দিয়ে তো আপনি আপনার মহান রবের অসন্তুষ্টিই অর্জন করছেন। অথচ প্রিয় নবী (সা) বলেন, আমরা ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবো না, যতক্ষন না আমরা আমাদের নিজের জীবনের চাইতেও বেশি

রাসূল (সা) কে ভালোবাসবো। প্রিয় নবী (সা) আরও বলেন, "আমি যদি (আল্লাহ ছাড়া) কাউকে সাজদাহ্ করতে আদেশ দিতাম তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদাহ্ করার আদেশ দিতাম।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

সুবহানাল্লাহ্!! স্ত্রীর উপর স্বামীর কত বড় একটা হক এ হাদীসে ফুটে উঠেছে। তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? প্রিয় নবী (সা) আরও বলেন, "যখন দুনিয়াতে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন (জান্নাতে) তার হুর স্ত্রীরা বলতে থাকেন, ওহে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন! ওকে কষ্ট দিও না। সেতো তোমার কাছে অল্প দিনের মেহমান। অতিসত্ত্বর সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে"। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

বোন আমার!

আপনি যে প্রিয় মানুষটির জন্য নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, সে প্রিয় মানুষটিকে কি এ ক্ষতিগ্রস্ত দুনিয়ায় সারা জীবন ধরে রাখতে পারবেন? সে প্রিয় মানুষটি কি আপনার থেকে একদিন হরিয়ে যাবেনা? হে বোন! আপনি যদি আপনার সে প্রিয় মানুষটিকে আল্লাহর রাস্তায় উৎস্বর্গ করেন, আপনার হৃদয়ের কাঙ্ক্ষীত ভালোবাসায় মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করেন, নিজের ইচ্ছে, চাওয়া পাওয়াকে মহান আল্লাহর কাছে যদি গচ্ছিত রাখেন, তাহলে মহান আল্লাহ কাল বিচার দিবসে তা পরিপূর্ণ করে আপনাকে আপনার প্রাপ্য ফেরত দিবেন। যে মানুষটিকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করছেন, রাসূল (সা) এর সুন্নাহর প্রতি অবজ্ঞা করছেন, সে ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করুন বোন। যে সুখ পাওয়ার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সে সুখ আপনি এ তুচ্ছ দুনিয়ায় কত দিন ধরে রাখতে পারবেন? সে সুখও আপনার থেকে একদিন বিদায় নিবে। নিজ নফসের ধোকায় পড়বেন না বোন!

হে বোন আমার,

আপনি যদি আপনার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সবর করেন, মহান আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন সে দিনের আশায় যেদিন আপনি আপনার প্রিয়তম স্বামীকে চিরস্থায়ী ভাবে লাভ করবেন, যেখানে থাকবেনা কোনো হারানোর ভয়, সেদিন আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির কাছ থেকে এমন ভালোবাসা লাভ করবেন যে ভালবাসায় থাকবে না কোনো ছলনা থাকবে না কোনো প্রকার কষ্ট।

হে বোন আমার!

আল্লাহর জন্যই বলছি, নিজেকে এমন স্বার্থপর বানাবেন না, মহান রবের অবাধ্য বান্দাদের মধ্যে নিজেকে শামিল করবেন না।

হে বোন!

আজ আপনি স্বামীর সুখে সুহাগীনি হয়ে সুখের দিন অতিবাহিত করছেন। আর আপনার অসহায় দ্বীনি বোনগুলো কেমন করে তাদের দিন অতিবাহিত করছে একটিবার খোঁজ নিয়েছেন কি? একটিবার চিন্তা করে দেখেছেন কি যে বোনগুলো আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অপরাধে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর দুশমন মানবতার দুশমন যালিম সরকারের নিষ্ঠুর নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আজ কত বোন প্রাণের প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়েছে, কত বোন তার পিতা বা ভাইকে হারিয়ে অসহায় মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে। অথচ আমরা এখনও এ জমিনের উপর বেচে আছি বোন! আমরা আজ পরিবার-পরিজন আর স্বামী- সন্তানের ভালবাসায় নিজেকে আচ্ছাদিত করে সুখের দিন অতিবাহিত করবো আর আমাদের অসহায় বোনগুলো কষ্টে আর একাকিত্বের মধ্যে দিন অতিবাহিত করবে এটা কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব বোন? আমাদের সাহায্য করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের সুখের চিন্তা করে আমরা যদি নিজেদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে কাল কিয়ামতের মাঠে আমরা কিভাবে মহান রবের সামনে দন্ডায়মান হব? কি উত্তর হবে সেই ভয়াবহ দিনে, যেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে ছোট্ট শিশুর চুল পেকে ধূসর হয়ে যাবে?

হে বোন আমার!

আমরা কি পারিনা আমাদের অসহায় দ্বীনি বোনদের পাশে দাড়াতে? আমরা কি পারিনা আমাদের প্রিয়তম স্বামীর ভালবাসার একটা অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের বোনের উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গ করে দিতে? হে বোন! আমাদের এ জীবন তো মহান রবের সন্তুষ্টির জন্যই উৎস্বর্গিত। একজন মুমিন তো জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে তার রবের সন্তুষ্টিই কামনা করে। হে বোন! আপনার আমার চাওয়া কি তার ব্যতিক্রম! কখনোই না। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের রবের সন্তুষ্টি কামনা করে থাকি তাহলে, আমাদের প্রিয় সম্পদ, প্রিয় বস্তু আর প্রিয় মানুষগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করতে কৃপনতা করতে পারি না! বোন। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য কিভাবে মহান রবের অবাধ্য হতে পারবেন বোন? অথচ মহান আল্লাহ বলেন, " তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকি অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা এমন কিছু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালবাসো। তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।" (আল- ইমরানঃ৯২)

বোন আমি জানি, আপনার আমার মত বোনদের জীবনে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) পর যদি কোনো কিছুর প্রতি আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা থেকে থাকে তা হলো আমাদের প্রিয়তম স্বামীর ভালবাসায়। আর আমরা যদি আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত ভালবাসা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য আমাদের কোনো বোনের জন্য উৎস্বর্গ করতে পারি তাতে তো আমাদের

আনন্দ পাওয়ার কথা। কারন আজ আপনরা আপনাদের রবের খুশির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার বিনিময়ে মহান আল্লাহ আপনাকে দিবেন আপনার চির কাঙ্ক্ষিত চাওয়া আল জান্নাহ্। আর এ কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য কি আপনি আনন্দিত হবেন না বোন?

হে বোন!

আপনি তো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন কুরবানী করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। অথচ আপনার স্বামী এক বোনকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাকে এ সমাজে একটা অধিকার নিয়ে থাকার সু- ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আর এ উত্তম কাজটি দেখে আপনি বিচলিত হয়ে পড়ছেন? স্বামীর সাথে খারাপ আচরন করে নিজেকে ফেৎনা ফাসাদে জড়িয়ে ফেলছেন? না বোন! বরং আমাদের তো এটা ঈমানি দায়িত্ব যে, আমরা আমাদের বোনদের পাশে দাড়াবো। নিজ স্বামীদেরকে অসহায় বোনদের পাশে দাড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রধান করবো। এই উদারতার শিক্ষা তো আমরা ইসলাম থেকেই লাভ করেছি। মানবতার শিক্ষা তো আমরা সাহাবীগনের (রা) জীবনী পড়েই শিখেছি। হে বোন! এ বিষয়ে স্বার্থপর হবেন না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি হয়ত ভয় পাচ্ছেন, আপনার স্বামী আরেকজন বোনকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলে হয়ত আপনার প্রতি ভালবাসা কমে যাবে। না বোন! এটা আপনার মনের নিছক ধারনা মাত্র। মহান আল্লাহ আপনার জন্য যে ভালবাসা, যে কয়টা মধুর রাত নির্ধারন করে রেখেছেন ওয়াল্লাহি! তার থেকে সরিষা দানা পরিমান বেশি ভালবাসা বা একটি রাতও আপনি বেশি পাবেন না যদি আপনি আপনার স্বামীর একমাত্র স্ত্রীও হন। তাহলে কিসের ভয় আপনি করছেন বোন? উম্মুল মুনেনিনগন কি আমাদের আদর্শ নন!? আমাদের সম্মানিত মায়েদের জীবনী কি আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বোন!? হে বোন! স্বামীকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার কামনা বাসনাগুলো যেন আপনাকে ধ্বংস করে না দেয়। মনে রাখবেন একদিন আপনাকে মহান রবের সামনে দাড়াতে হবেই। তখন নিজ কৃতকর্মের জন্য কি জবাব হবে আপনার!? তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? স্বামির প্রতি অবাধ্য আচরন, বোনদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, আল্লাহর দেওয়া বিধান, রাসূল (সা) এর সুন্নাহর প্রতি অসন্তুষ্টি এগুলো কি একদিন আপনার আফসোসের কারন হবে না বোন!?

হে বোন!

সাবধান হোন! আল্লাহর রাসূল (সা) এর সুন্নাহকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করুন। স্বামী ২য় বিয়ে করেছে বলে তার সাথে খারাপ আচরন করবেন না বা ২য় বিয়ে করতে চায় বলে তাকে বাধা প্রধান করবেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। মনে রাখবেন স্বামী, সন্তান, সংসার এগুলো আমাদের জীবনে মহান রবের দেওয়া পরিক্ষা মাত্র। এ কঠিন পরীক্ষায় নিজেকে হেরে যেতে দিবেন না বোন। আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর ভালোবাসাকে

নিজের জীবনের সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিন। রাসূল (সা) এর সুন্নাহ গুলোকে মনে প্রাণে গ্রহন করুন। আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর ইচ্ছে গুলোকে নিজের সব ইচ্ছের উপর প্রাধান্য দিন। মহান রবের সকল ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করুন। মহান আল্লাহ বলেন, " হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো। কখনও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না"। (আনফালঃ২০)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, " (হে নবী) তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চল (আমাকে ভালবাসলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন।" (ইমরানঃ৩১)

যে নবী (সা) কে অনুসরন করতে মহান আল্লাহ আমাদের নির্দেশ প্রধান করেছেন, সেই নবী (সা) এর সুন্নাহকে আপনার স্বামী বাস্তবায়ন করেছে বলে কষ্ট পাচ্ছেন!? যে নবীর শানে কটুক্তিকারীদের কটুক্তি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত- বিক্ষত করে দিচ্ছে সেই নবী (সা) কে অনুস্বরন করার অপরাধে স্বামীর অবাধ্য হয়ে তাকে কষ্ট দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছেন বোন?

আমার যে মুজাহীদ ভাইগুলো আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিয়তম স্ত্রীর মুখের মিষ্টি হাঁসি আর কলিজার টুকরো সন্তানের স্নেহের পরশকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজের জান মালকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দিচ্ছেন, আর সেই ভাইগুলোর নিরাপত্তা আর সফলতার জন্য গভীর রজনীতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে যে বোনগুলো মহান রবের দরবারে ভিক্ষের হাত উঠিয়ে রোনা জারি করে, সেই বোনদের সাহায্য করার অপরাধে নিজ স্বামীকে আপনারা নিষ্ঠুর বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন!? না বোন! এমন জঘন্ন মন- মানসিকতা পরিত্যাগ করুন। নিজে কোমল হোন, অন্তরটাকে প্রশস্ত করুন, উদারতাকে চরিত্রের ভূষন বানান। মহান রবের প্রতিটা বিধান হাসিমুখে মেনে নিন, রাসূল (সা) এর প্রতিটা সুন্নাহকে শক্তভাবে আকড়ে ধরুন। দেখবেন মহান আল্লাহ আপনার জন্য সব কিছু সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

ইতি

আপনাদের বোন উম্মে আয়েশা।

সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।